R; N. No. 2532/57
Phone No. RGG.112
Regd No.—WB/MSD—4

জায়গা বিক্রয়

মিঞাপুর যাবার পথে "রাকেশ ইঁট ভাটা"র প্রায় তিন বিঘা রাস্তা লাগোয়া জায়গা এক সঙ্গে অথবা ২/৩ কাঠার প্লট হিসাবে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগের স্থান—

শ্রীনিবাস আগরওয়ালা (গাতিয়া)
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী-২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেন্ট : স্ন্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৮ ম বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৩রা জুলাই, ১৯৯১ সাল।

নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫

ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ৫৮ হাজার টাকার জাল চেক ভাঙ্গানোর ঘটনায় ফরাক্কা তোলপাড়

ফরাক্কা : ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ফরাক্কা শাখায় ব্যারেজের ইলেকট্রিক ডিভিশনের ৫৮ হাজার টাকার একটি জাল চেক গত ১৮ মে '৯১ ভাঙ্গানো হয়েছে বলে জানা যায়। খবর মাসের শেষে ব্যাঙ্ক স্ক্রোলে ঐ বৃহৎ পরিমাণ এ্যামাউণ্ট দেখে বিদ্যুৎ বিভাগ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন ঐ ধরনের কোন বিল তাঁদের হিসেবে নেই। তখন চেকটি পরীক্ষা করে দেখা যায় চেকটি তাঁদের চেক বই থেকে ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু এক্সিকিউটিভ ও ফাইনান্স অফিসারের সই দুটি সম্পূর্ণ জাল। এবং চেকে লেখা বানানেও ভুল র'য়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের ক্ষোভ—স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক এত বেশী এ্যামাউণ্টের চেক ভাল ভাবে স্ক্রুটিনী না করে পাশ করে ঠিক কাজ করেননি। এ ব্যাপারে থানায় এফ আই আর করা হয়েছে। ফাইনান্স বিভাগের চেক লেখককেও ঐ দপ্তর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা যায়।

শহর যখন অন্ধকারে তখন উমরপুরে বিদ্যুৎ কর্মীদের কোয়ার্টারে আলোর রোশনাই

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৩ মে ঝড়ের পর এ অঞ্চলে বেশ কয়েকদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। পরে নির্বাচনপর্ব চলাকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেখে স্থানীয় জনগণ মনে করেছিলেন বিদ্যুতের আর কোন অসুবিধা হবে না। লোডশেডিং একেবারেই ছিল না। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের দু'দিন সামান্য হারে লোডশেডিং দেখা দিলেও তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। সেই জের টেনে গত ২৪ জুন থেকে ব্যাপকভাবে লোডশেডিং শুরু হয়। অবস্থা এমন পর্য্যায়ে দাঁড়ায় যে ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে মাত্র ৬/৭ ঘণ্টার বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও বৃষ্টি একেবারেই হচ্ছে না। প্রচণ্ড দাবদাহে ধানের বীজ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

মৃতাকে নিজের স্ত্রী বলে সনাক্ত করে কয়েকজনকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৮ মে এই থানার খোসালপুরে গঙ্গার বাঁকে জনৈক গৃহবধূর মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। মৃতদেহটিকে নিজের স্ত্রী বৈজয়ন্তীর বলে সনাক্ত করেন আইলের উপরের দরেশ মণ্ডল। গ্রামের কংস মণ্ডল, ব্রজেন মণ্ডল, ভবেশ মণ্ডল ও কার্তিক মণ্ডল তাঁর স্ত্রীকে খুন করে গঙ্গায় ফেলে দেয় বলে পুলিশে অভিযোগ করার ঘটনা গত ২৯ মে সংখ্যায় জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত হয়। অভিযুক্ত চারজন কোর্ট থেকে আগাম জামিনও নেন। কিন্তু পরে জানা যায় বৈজয়ন্তী জীবিত এবং সে ফিরে আসায় গ্রামে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। দরেশ মণ্ডল কৌশলে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে চক্রান্ত করেছিলেন তা ধরা পড়ে। শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চেষ্টায় ২৬ জুন ঐ ঘটনা সালিশীতে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সালিশীর দিন স্থানীয় তুলসীবিহার বাড়ীতে বৈজয়ন্তী নিজে হাজির হয়ে স্বামীর অত্যাচারে তিনি পালিয়ে অন্যত্র গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান। গ্রামবাসী সূত্র (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুরবোর্ড কি ভাঙছে ?

ধুলিয়ান : স্থানীয় পুরবোর্ড ভেঙে যাচ্ছে বলে শহরে জোর কানাঘুষা চলছে। শোনা যাচ্ছে বিরোধী শিবির দু'জন কংগ্রেসী কমিশনারের সাহায্য নিয়ে পুরপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনছেন। উল্লেখ্য বর্তমান পুরপতি তরুণ সেন সোসালিষ্ট পার্টি থেকে সি পি এমের সমর্থনে জয়ী হন। পরে সমর্থন প্রত্যাহার করে কংগ্রেস, ফঃ ব্লক ও বি জে পির সমর্থন নিয়ে পুরপতি হন। তিনি ৮+৬ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কাজের বদলে খাদ্য বিলিতেও স্বজনপোষণ

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে ইন্দিরা আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রতি ২৫ খানি বাড়ী তৈরী হয় বলে জানা যায়। এই বাড়ী তৈরীর কাজে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা খরচ হয়। শ্রমিকদের কাজের বদলে খাদ্য দিতে ১২০ কুঃ গম মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু সেই গম এম আর ডিলারদের মাধ্যমে না দিয়ে জঙ্গিপুরের জনৈক ষ্টোরিং এজেণ্ট মারফৎ বিলি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। শ্রমিকরা বলেন—তাঁরা সেখালীপুর, লক্ষ্মীজোলায় সারাদিন পরিশ্রম করার পর (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাম ডিষ্ট্রিবিউটার

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় কমিশনে কাজ করিবার জন্য মেডিক্যাল রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাম ডিষ্ট্রিবিউটার চাই।

জীবনপঞ্জীসহ আবেদন করুন।

S. AMED (Sales Executive)
A-23 N. T. P. C. (T. T. S.)
P. O. Nabarun
Dist. Murshidabad (W. B.)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার ১৩৯৮ সাল

ব্যতিক্রম হইবে কেন?

প্রশাসনিক একদেশদর্শিতা এই রাজ্যে নির্বাচনের পূর্বে যেমন ছিল, পরেও তেমনি রহিয়াছে। দলবিশেষের কর্মীদের কথায় প্রশাসন পুঙ্গবরা অপরাপর রাজনৈতিক কর্মীকে নিগৃহীত করিতে যে নিষ্ক্রিয়তা বা তৎপরতা দেখায়, তাহার প্রমাণ প্রত্যন্ত মফঃস্বল এলাকাতেও মিলিতেছে। '৯১ এর নির্বাচনের পূর্বে বানতলা-বিরাটির নারকীয় ঘটনাবলী কাহাদের নিষ্ক্রিয়তায় কাহারা ঘটাইয়াছিল, মানুষের তাহা মনে আছে। সকলেরই মনে আছে, কোন নেত্রী রাজধানীর বুকে নিষ্ক্রিয়তা ও তৎপরতার শিকার হইয়া কত দিন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। নির্বাচনের পরে তিনিই আবার মানুষের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আমতার খান্দুয়ায় নিপীড়নের করুণ কাহিনী শুনিয়াছেন। রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে রিপোর্ট দিবেন ইহার মূলে সমাজবিরোধীরা আছে; বিশেষ দলের কর্ম ও প্রশাসনের অবহেলায় ঘটে নাই। অতি সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, এই রাজ্যের কিছু কিছু স্থানে (পারটি অফিস নয়) বিশেষ দলের ক্যাডারকুল মুক্তাঞ্চল গড়িয়া তুলিয়াছে। সেখানে যে সব লোকের উপর অত্যাচার করা হইতেছে যেমন উত্তর চব্বিশ পরগণার 'শাসন' গ্রামে তাহা সরেজমিনে দেখিবার জন্য এবং মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারা সাংবাদিকরা পুলিশ সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও প্রবেশ করিতে পারেন নাই, বরং চার ঘণ্টা ঘেরাও হন। জেলা সুপার ও জেলা শাসক খবর পাইয়া বিরাট বাহিনী আনিয়া তাঁহাদের ঘেরাও মুক্ত করেন।

বক্তব্য এই যে, বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের কমরেডবাহিনী প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করিতেছে আর প্রশাসন হাত গুটাইয়া নির্বিকার। বানতলা, বিরাটি, খান্দুয়া, শাসন ইত্যাদি তাহার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, সর্বত্র যাতায়াতের অধিকার—এই সাংবিধানিক স্বীকৃতিকে কীভাবে অস্বীকার করা হইতেছে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। তাহা হইলে একের পর এক স্থানে মানুষের উপর নিগ্রহ চালান হইবে; অন্য কেহ সেখানে যাইতে পারিবে না—এই যদি নয়া জমানার নয়া ফরমান হয়, ত বলিবার কিছু নাই। স্বদল সমর্থক না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিবে, শান্তি-বিধায়কগণ 'সাক্ষীগোপাল' হইয়া রহিবেন, ইহাই নবীন 'ফরমুলা'। কারণ শাসকদল এই রাজ্যে শাসন ক্ষমতালাভে 'টেট্রাট্রিক' করিয়াছে। নাকি উর্ধ্বস্তর সংবাদ পান না?

সংবাদে প্রকাশ, এই মহকুমা শহরে গত ২১ জুন রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বি জে পি সম্পাদক শ্রীরামনারায়ণ পাণ্ডে এখানকার থানায় কোন অভিযোগ জানাইতে গেলে বিশেষ দলীয় লোকদের সঙ্গে বচসায় সময় থানার ওসি-র সামনে সাধারণ পোষাক পরিহিত প্রশাসনিক কর্মীদের দ্বারা প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। এক্ষেত্রে উপরিউল্লেখিত 'ফরমুলা' উল্টাইয়া গেল। অর্থাৎ প্রশাসনিক তৎপরতা (যদিও সাদা পোষাকে) ক্রিয়াশীল হইয়াছে। বানতলা-বিরাটি-খান্দুয়া-শাসন, সর্বত্র সমান প্রশাসন; এখানেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? এই ত কলির সন্ধ্যা, ক্রমশঃ দ্রষ্টব্য।

মানুষ নজরুল

বরুণ রায়

সাহিত্যিক অচিন্ত্য সেনগুপ্ত নজরুলকে 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই অভিধাই বোধহয় তাঁকে সবচেয়ে মানায়। কিন্তু এই বহু বর্ণময় চরিত্রটিকে কোন একটি বিশেষ বিশেষণে বিভূষিত করে বোঝানো সম্ভব নয়। সাহিত্যিক নজরুলের চেয়ে মানুষ নজরুল ছেলেবেলা থেকে আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। সেই মানুষ নজরুলকে চেনার জন্য বহু আয়াস আমি নিয়েছি।

নজরুলের বড় ছেলে কাজী সব্যসাচী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার সঙ্গেই প্রথম তাদের বাড়ীতে নজরুলকে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নজরুলের সঙ্গে আলাপচারি হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তখন তাঁর স্মৃতিশক্তি লুপ্ত। শূন্যদৃষ্টি, নির্বাক পুতুল। তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবনের কথা স্মৃতিচারণ শোনার কোন সুযোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবি তব মনোভূমি রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো। সাহিত্যিককে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বহু বর্ণময় এই মানুষটিকে ছোঁয়া সত্যিই অত্যন্ত দুষ্কর। তাই নজরুলের আত্মজন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদদের মুখ থেকে শোনা বহু ঘটনার আলোকে নজরুলকে চেনার চেষ্টা করেছি।

সেই মানুষগুলির মধ্যে আছেন, নজরুলের অন্তরঙ্গ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী দিলীপকুমার রায়, মুজাফ্‌ফর আমেদ ও আরও অনেকে। অনেক কথা জেনেছি কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ, কাজী রেজাউল করীম, কাজী অনির্বাণ, কল্যাণী কাজী ও উমাপদ ভট্টাচার্যের পরিবারবর্গের কাছ থেকে। সংগ্রহ করেছি বহু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র ও চিঠিপত্রের অনুলিপি। মানুষ নজরুলকে কিছুটা আলো আঁধারির মধ্যে দেখেছি।

বর্তমান প্রজন্মের উন্নাসিক প্রচারভিক্ষু, আত্মস্বার্থসচেতন সাহিত্যিককুলের সঙ্গে নজরুলের কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারাশঙ্কর বা শরৎচন্দ্রের মতই নজরুল প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার কোন সুযোগ পাননি। ফলে তাঁর চরিত্রে উন্নাসিকতা বা Sophistication এর কোন আবিলতা স্পর্শ করেনি। অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে আত্মভোলা গানপাগল মানুষটি জীবনের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। লেটোগানের দলের সঙ্গে উধাও হয়েছেন। আবার বৈচিত্র্যের সন্ধানে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে মেসোপটেমিয়ায় পাড়ি জমিয়েছেন। বাঙ্গালীর চিরাচরিত ঘরকুনো, আত্মকেন্দ্রিক, ধর্ম ও আচারের সংস্কারে ঘেরা জীবনের গণ্ডীতে তিনি কোনোদিনই ধরা দেননি।

এরকম আত্মভোলা, বন্ধুবৎসল, আড্ডাপ্রিয়, রসিক, সংবেদনশীল, সমস্ত রকম সংস্কারমুক্ত উদার অথচ বেপরোয়া চরিত্র বাঙ্গালীর মধ্যে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘটনার ঘনঘটা তাঁর স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে আন্দোলিত করেছে।

আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনেক গালভরা বুলি আওড়াই। কিন্তু নজরুলের মত এমন চিন্তায় ও কর্মে অসাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত মানুষ আজও দেশে খুঁজে পাওয়া ভার। নজরুল সেই যুগে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী আজীবন নজরুলের গৃহে তাঁর ঠাকুর ঘরে নিজের মত পূজার্চনা করে গিয়েছেন। পুত্র, পুত্রবধূ সকলের আরবী নাম না দিয়ে বাংলায় নামকরণ করেছেন। বরদা মজুমদারের শিষ্যত্ব স্বীকার করে যোগসাধনা করেছেন। মুসলিম নজরুলের লেখনী অজস্র শাক্তসংগীতে বাংলা সাহিত্যকে উর্বর করেছে। আবার অজস্র আরবী শব্দ প্রয়োগ করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। অন্ধ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা করেছে। তাঁর স্মৃতিবিভ্রম ও শারীরিক বিপর্যয়ের কারণও এই মূঢ় ফ্যানাটিকদে'র আক্রমণ ও আঘাত। (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের সম্মান পেলেন

রঘুনাথগঞ্জ : কলকাতার 'দিশারী' নাট্য সংস্থা ১৯৯০ সালে অভিনীত 'সুন্দর' নাটকটি পরিচালনা করার জন্য শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসেবে স্থানীয় বলাকা নাট্য গোষ্ঠীর সক্রিয় কর্মী তরুণ চৌবেকে নির্দ্ধারিত করেছেন। তাঁকে আগামী ২৯ জুলাই সন্ধ্যে ৬টায় রবীন্দ্রসদনে 'দিশারী'র ৩৮তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য দিশারী নাট্য সংস্থার পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কবর থেকে মৃতদেহ তুলে পোষ্টমর্টেম করা হলো

অরঙ্গাবাদ : গত ৮ জুন সুতি থানার নিজামপুর গ্রামে প্রাইমারী স্কুলের জনৈক শিক্ষক লুৎফল সেখের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণে বাড়ীর ছাদ উড়ে যায় এবং লুৎফলের জামাই শিশু সেখসহ ৯ জন মারা যায় বলে খবর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় লুৎফলের বাড়ীতে তার জামাইসহ ৮ জন বোমা বাঁধছিল। সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটে ও ৯ জনেরই মৃত্যু হয়। শিশু সেখের বাড়ী সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর গ্রামে। পুলিশকে না জানিয়ে শিশুকে বাসুদেবপুর নিয়ে এসে কবর দেওয়া হয়। পুলিশ খবর পেয়ে পরদিন মহকুমা শাসকের আদেশ নিয়ে কবর থেকে শিশুর মৃতদেহ তুলে পোষ্টমর্টেমের ব্যবস্থা করে। অন্যান্য মৃতদেহগুলি কি হয়েছে তার কোন হদিশ পুলিশ পায়নি। ঘটনা এখনও রহস্যাবৃত। লুৎফল সেখ পলাতক। পুলিশ তার খোঁজ করছে।

জন বহুল ডাক বাংলোয় সন্ধ্যায় ডাকাতি

ধুলিয়ান : গত ১৫ জুন রাত্রি ৯টা নাগাদ স্থানীয় ডাক বাংলো-পাকুড় রোডে জনবহুল এলাকায় সবনম ক্লথ ষ্টোর্সে এক দুঃসাহসী ডাকাতি হয়। ১৫/২০ জন দুষ্কৃতী মুখে কাপড় বেঁধে দোকানে হানা দেয়। দোকানের মালিক কাশিম সেখের বুকে পিস্তল ধরে এবং বাইরে ঘন ঘন বোমা ফাটাতে থাকে। দুষ্কৃতীরা দোকানের বেশ কিছু দামী কাপড় ও সারাদিনের বিক্রির টাকা নিয়ে বোমা ফাটাতে ফাটাতে সরে পড়ে। লুণ্ঠিত দ্রব্য সমেত নগদ টাকার পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে জানা যায় ডাকাতির ১০ মিনিট আগেও সেখানে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকাতরা চলে যাওয়ার মিনিট পনের মধ্যে কাঁকুড়িয়া থেকে পুলিশ ভ্যানটি ফিরে আসে। কেউ ধরা পড়েনি।

মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩০ জুন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ সিটি হলে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের ৩১তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৫ জন সদস্যের মধ্যে ৮৩ জন সাংবাদিক সদস্য সম্মেলনে যোগ দেন। বিভিন্ন সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন। দিলীপ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন সাংবাদিকদের চিকিৎসার সুযোগ দিতে প্রতি হাসপাতালে বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করা দরকার। সাংবাদিক সত্যনারায়ণ রায় জেলা ও মহকুমায় প্রেস কর্ণার করার দাবী জানান। সভায় আগামী বছরের জন্য পুনরায় প্রাণরঞ্জন চৌধুরীকে সম্পাদক এবং সত্যেন সাহাকে সভাপতি করে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় ব্যারেজের রেলিং ভাঙ্গলো

ফরাক্কা : গত ২৭ জুন ভোর ৪টা নাগাদ ব্যারেজের উপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রোলারের সঙ্গে একটি ট্রাক ধাক্কা মারে। তার ফলে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্যারেজের রেলিং এর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে রেলিঙের আট ফুটের অংশ ভেঙ্গে পড়ে। ট্রাকটিকে গঙ্গার জলে পড়া থেকে চালক কোন প্রকারে রক্ষা করতে সক্ষম হয়। অভিযোগ ব্যারেজের রাস্তায় বিদ্যুৎ পোলের আলোগুলি ঠিকমত না জ্বলায় আলো আঁধারী সৃষ্টি হয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ট্রাক ছিনতাইকারীর কাছ থেকে পাইপগান উদ্ধার

ধুলিয়ান : গত ২৫ জুন স্থানীয় ডাক বাংলোর মোড়ে ছিনতাই করা একটি ট্রাক (এন এল এ ৭৮১৭) ড্রাইভার ও খালাসির চিৎকারে লোকজনের হাতে আটক হয়। খবর ট্রাকটি মালবোঝাই করে কলকাতা থেকে গৌহাটি যাচ্ছিল। বহরমপুর থেকে ৪ জন যাত্রী ফরাক্কার নাম করে ট্রাকে উঠে। পথে বাসুদেবপুরের কাছে চার জনের মধ্যে একজন ড্রাইভারের পিঠে পাইপগান ধরে তাকে তুলে দিয়ে নিজেই ট্রাক চালাতে থাকে। দুষ্কৃতীরা ড্রাইভার ও খালাসীর হাত পা মুখ বেঁধে সিটের নিচে শুইয়ে রাখে। ডাক বাংলো আসার পর ট্রাকটি আবার বহরমপুরের দিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করে। এই সময় কোন ক্রমে ড্রাইভার ও খালাসী মুখের বাঁধন খুলে চিৎকার করতে থাকলে, আশপাশের মানুষ ছুটে এসে ট্রাকটিকে আটক করে। একজন দুষ্কৃতি যে ট্রাক চালাচ্ছিল সে ধরা পড়ে। বাকী তিনজন পালিয়ে যায়। ধৃত দুষ্কৃতি মনিরুল সেখকে জনতা নামিয়ে এনে মারধোর করে ও থানায় খবর দেয়। পুলিশ ধৃত ব্যক্তিসহ ট্রাকটি থানায় নিয়ে আসে। দুষ্কৃতির কাছ থেকে পাইপগানটিও উদ্ধার হয়।

মানুষ নজরুল

(২য় পাতার পর)

'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাহা অট্টহাসিতে বন্ধুদের আসর মাতিয়ে তুলতেন এই আড্ডা-প্রিয় মানুষটি। কখনও বা হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিতেন। আবার কখনও বা বন্ধুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন অনির্দিষ্ট ভ্রমণে। একান্তভাবে বেহিসাবী এই মানুষটি শখ করে মোটর কিনেছেন, ব্যবসা শুরু করেছেন। আবার সেগুলির পাততাড়িও গুটিয়েছেন। কপর্দকহীন অবস্থায় ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। উদ্দীপনাময় বিপ্লবী কবিতা লিখে জেলে গিয়েছেন, সেখানে অনশন করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। রেকর্ডে, রেডিওয় গানের সুর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বাঙ্গালীকে এত গান উপহার দেননি।

পরিহাস রসিক এই মানুষটি আবার লাভপুরে বন্ধু তারাশঙ্করের বাড়ীতে গিয়ে পুত্রশোকে স্তব্ধ পিতাকে দেখে নীরবে লাভপুর শ্মশানে গিয়ে সারারাত্রি ধরে ধ্যান করেছেন। নজরুল চরিত্রে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। কখনও ধ্যানস্থ মৌনী সাধক, আবার কখনও বা হাসি-গল্পে উচ্ছ্বসিত পাগলাঝোরা। দাবাখেলায় যখন বসতেন তখন আর কোন জ্ঞানগম্যি থাকত না। বন্ধু বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় একবার নজরুলের দাবাখেলার প্যাঁচে পড়ে নাজেহাল হয়েছিলেন। ঘটনাটি আমার বিজয়লালের মুখেই শোনা। বহরমপুরের এক সভায় নজরুলের আসার কথা এবং বিজয়লালবাবু তাঁকে কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। বিজয়লালবাবু গিয়ে দেখেন নজরুল এক বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলতে বসেছেন। নজরুল বিজয়লালবাবুকে বললেন—'তুমি চলে যাও, আমি ঠিক সময়ে ট্রেনে বহরমপুরে পৌঁছাব।' ওদিকে যথাসময়ে সপারিষদ বিজয়লাল বহরমপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন। ট্রেন এলো, কিন্তু তাতে নজরুল আসেনি। অপদস্থ বিজয়লাল কলকাতা ফিরে গেলেন। নজরুলের বাড়ীতে গিয়ে দেখেন নির্বিকার নজরুল বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলায় মত্ত। অভিযোগ আর অনুযোগের ঝুলি বয়ে নিয়ে এসে বিজয়লাল নজরুলকে দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। আবার 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' বলে যাকে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর শেষ জীবন শান্ত বিদায়করুণ গোধূলির মত। বিগত-স্মৃতি, শূন্যদৃষ্টি নিশ্চল পাথর। সব্যসাচীর সঙ্গে তাদের বাড়ীতে গিয়ে এইভাবেই নজরুলকে দেখেছি। কোন্ জীবনের কোন্ পরিণতি! সাহিত্যিক নজরুল, বিপ্লবী কবি নজরুলকে নিয়ে আমরা অনেক মাতামাতি করেছি। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি রামধনু রঙে গড়া আলোছায়াঘেরা এই অপূর্ব মনুষ্যরত্নটিকে আমরা কতটা চিনতে পেরেছি।

গণ আদালতের বিচারে মহিলার চুল কাটা হল

সাগরদীঘি ঃ নির্বাচনের পর সি পি এমের অত্যাচার গ্রামেগঞ্জে বেড়ে চলেছে বলে খবর। এই পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় গত ১৪ জুন স্থানীয় থানার তেজাঙ্গল গ্রামে সি পি এমের অশোক দলই এর নেতৃত্বে এক গণ আদালতে বি জে পি করার অভিযোগে একজন মহিলা ও একজন পুরুষের বিচার হয়। বিচারে জনৈকা বিবাহিতা মহিলা মানবী দলই এর মাথার চুল হেঁটে ও চিত্তরঞ্জন মণ্ডলের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অগণতান্ত্রিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গেলে ঐ গ্রামের জনৈক সরকারী কর্মচারী গোলক মণ্ডলকে চোখে আঘাত করায় তাঁর চোখটি নষ্ট হয়ে যায়। অশোক দলই প্রতিবাদকারীদের ভয় দেখাতে একটি বন্দুক থেকে ৪ রাউণ্ড গুলিও চালান। গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায় বন্দুকটি নবগ্রাম থানার কোন এক পুলিশ কর্মীর। মহকুমা শাসক এবং স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানান সত্ত্বেও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। অন্যদিকে সি পি এমের স্থানীয় নেতা মুক্তি মুখার্জীর মদতে আসামীরা বুক ফুলিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ গ্রামের অনেকে বিজেপি করায় সম্প্রতি সি পি এম নানা অত্যাচার চালাচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন।

দাপট শুরু

(১ম পাতার পর)

পুড়ে চাষের সম্ভাবনা উবে গিয়েছে। চাষীদের মাথায় হাত। মানুষ গরমে হাঁপিত্যেশ করছে। বিদ্যুতের অব্যবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্থানীয় উমরপুরে অবস্থিত ট্রান্সমিশন সার্ভিসেস (ও এণ্ড এম) এর এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে জানা যায় লোড শেডিং এর ব্যাপারে তাঁদের কিছুই করার নেই। পুরো ব্যাপারটাই কনট্রোল করেন হাওড়ার সেন্ট্রাল লোড ডেসপ্যাচ (সি এল ডি)। কতটা পাওয়ার মজুত আছে বা কখন কোথায় কতটা পাওয়ার দেওয়া হবে সেটা তাঁরাই ঠিক করে দেন। স্থানীয় অফিস শুধু তাঁদের নির্দেশ পালন করেন। আরও জানা যায় লোড শেডিং এর সময়েও উমরপুর ১৩২ কেভি সাবস্টেশন চত্বরে এবং ওখানকার ২৫/৩০টি ষ্টাফ কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত থাকে। এ সম্বন্ধে জানতে চাইলে এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার বলেন—এসেনসিয়াল সার্ভিস এলাকা হিসাবে এখানে স্বভাবতই লোড শেডিং হয় না। ফলে জনগণের কষ্টের ভাগ কোনদিনই বিদ্যুৎ কর্মীদের নিতে হয় না। শহর ও গ্রামাঞ্চলে মানুষ যখন লোড শেডিং এর খপ্পরে পরে ভ্যাপসা গরমে অস্বস্তিতে রাত কাটান, তখন তাঁদেরই পয়সায় পালিত ঐসব বিদ্যুৎ কর্মীরা ফ্যানের বাতাসে বসে লাগামহীন আনন্দে টিভি বা ভি সি পি দেখে চিত্তবিনোদন করেন।

বিপদে ফেলার চক্রান্ত

(১ম পাতার পর)

জানা যায় পূর্বের মৃতদেহটি নাকি লালখাঁনদিয়াড়ের সুরেন মণ্ডলের অপহৃতা নাতনীর। তাঁর অপহরণের ব্যাপারে থানায় একটি ডাইরীও আছে।

খাদ্য বিলিতেও স্বজনপোষণ

(১ম পাতার পর)

জঙ্গিপুর গিয়ে গম আনতে অযথা হয়রাণ হয়েছেন। অনেকে গম নিয়ে আসতে পারেননি। তাঁদের অভিযোগ ঐ সব গম তাঁদের নামে বিলি দেখিয়ে চোরা পথে বিক্রি করা হয়েছে।

বাড়ী বিক্রয়

সাগরদীঘি থানার নিকট তেমাথার মোড়ে সদর রাস্তার ধারে ব্যবসা এবং বাসোপযোগী বাড়ী (আড়াই শতক) বিক্রয় আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—সত্যনারায়ণ ভকত, পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে পাওয়া যায়

বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।

সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
গভঃ রেজি নং L/44399
সাগরদীঘি রোড, আইলের উপর, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেন্ট চাই

Vivekananda Bidya Niketan
(English Medium School)
Jangipur :: Raghunathganj

Applications are invited for the post of two assistant teachers on purely temporary basis. Graduates from any recognised University and with English medium background will get extra preference.

Please come to interview board with all original copies of testimonials on 7th July Sunday at 10 A. M. at Jotkamal Junior High School, Jangipur, MSD.

D. S. Nath
(Teacher-in-charge)

আর্থিক পুনর্বাসনে আপনাদের সেবায় ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ
গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ
আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থী—
এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।